দৈনিক সংবাদ

তারিখ 19 AUG 1997
পৃষ্ঠা ৮২ কলাম ১-৩

14

শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রসারে পৃষ্ঠপোষকতা করুন

—রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ দেশের ঐতিহ্য সমুন্নত রাখতে শিল্প, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও শিক্ষার প্রসারে বর্ধিতভাবে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানের আহ্বান জানিয়েছেন। খবর বাসস'র।

তিনি বলেন, অতীতে এসব ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকতা দেয়ার জন্য ধনী ও বদান্য ব্যক্তিরা এগিয়ে আসতেন; কিন্তু এখন এই ঐতিহ্য হ্রাস পেয়েছে।

রাষ্ট্রপতি বলেন, একটি জাতির ঐতিহ্য সমুন্নত রাখতে সরকার ও বদান্য ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে সাহায্য আসা উচিত। তিনি সোমবার হোটেল শেরাটনে এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ আয়োজিত 'বিচারপতি মোহাম্মদ ইব্রাহিম ট্রাষ্ট ফান্ড স্মারক' বক্তৃতামালার উদ্বোধন করছিলেন।

পাকিস্তানেরইসলামাবাদবিশ্ববিদ্যালয়ের কায়েদে আযম প্রফেসর এমিরিটাস ডঃ আহমদ হাসান দানি অনুষ্ঠানে 'সিগনিফিকেন্স অফ দি এষ্টাবলিশমেন্ট অফ দি ইন্ডিপেন্ডেন্ট সালতানাত ইন বেঙ্গল' শীর্ষক বক্তৃতা দেন।

ট্রাষ্ট ফান্ডের চেয়ারপারসন ডঃ কে এম মোহসীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সোসাইটির প্রেসিডেন্ট ওয়াকিল আহমদ, জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুফিয়া আহমদ এবং ফান্ডের আহ্বায়ক ডঃ নাজমা খানমজলিশও বক্তৃতা করেন।

ডঃ আহমদ হাসান দানী তার বক্তৃতা বাংলাদেশের জনগণের উদ্দেশে উৎসর্গ করায় হলভর্তি শ্রোতারা করতালি দিয়ে তাকে স্বাগত জানান। প্রধান বিচারপতি এ টি এম আফজাল এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক প্রধান উপদেষ্টা মুহম্মদ হাবিবুর রহমানসহ অনেক শিক্ষাবিদ ও গণ্যমান্য ব্যক্তি এ সময়ে উপস্থিত ছিলেন।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি বলেন, ১৯৬৫ সালের পাক–ভারত যুদ্ধের পর লাহোরে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় সম্মেলনে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উত্থাপিত ছয় দফা দাবিতে বিচারপতি মোহাম্মদ ইব্রাহিমের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটেছিল।

তিনি বলেন, ছয় দফা দাবি প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনা হয়, যার ফলশ্রুতিতে বিরাট ত্যাগ স্বীকারের মধ্য দিয়ে পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি আরো বলেন, বিচারপতি মোহাম্মদ ইব্রাহিম স্বাধীন বাংলাদেশ দেখে যেতে পারেননি। তিনি ১৯৬৬ সালের অক্টোবর মাসে ইন্তেকাল করেন।